দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... ০৪ JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

এমপিও এবং জনবল কাঠামো নির্দেশিকা

বেসরকারি পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধার জন্য প্রবর্তিত 'এমপিও এবং জনবল কাঠামো' নির্দেশিকার খসড়া পুনর্বার প্রস্তুত করিয়াছে সরকার। পাঁচ বছরের ব্যবধানে নূতন করিয়া প্রবর্তিত এই নির্দেশিকায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পর্যায়ের মোট ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক আর কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রহিয়াছে। দেশে বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার ৯০টি। এইসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৪৮ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। আর কর্মচারী রহিয়াছেন প্রায় ১ লাখ পাঁচ হাজার ৫৭৪ জন। সব মিলাইয়া এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা রহিয়াছে প্রায় ৪ লাখ ৬৬ হাজার জন। এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হইলে সারা দেশে অন্তত ১ লাখ ৩৭ হাজার নূতন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া যাইবে।

তবে বরাবরের ন্যায় অনার্স-মাস্টার্স কলেজ, অনার্স ও কামিল মাদ্রাসা, সংগীত কলেজ, শরীর চর্চা কলেজ, চারুকলা কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও নৈশকালীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ সরকার কয়েক বছর ধরিয়া সারা দেশে কলেজ ও মাদ্রাসায় একপ্রকার লাগামহীনভাবেই অনার্স-মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর অনুমতি দিয়া যাইতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অনার্স চালু আছে এইরকম কলেজের মধ্যে মাত্র ১৯০টি সরকারি, বাকি ৪ শতাধিক কলেজই বেসরকারি। ইহা ছাড়া ৩১টি মাদ্রাসায় সরকার অনার্স চালুর অনুমতি দিয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষক কলেজ তহবিল হইতে যেই পরিমাণ বেতন-ভাতা পান, তাহা নিয়াই দিন কাটাইতেছেন। তাহাদের জন্য এবারের নীতিমালায়ও কোনো নির্দেশনা নাই।

নির্দেশিকার খসড়ায় বলা হইয়াছে, ৬টি শর্ত পূরণ করিয়া এমপিওভুক্ত হইতে হয়। এইগুলি হইতেছে প্রাপ্যতা, স্বীকৃতি/অধিভুক্তি, জনবল কাঠামো পূরণ, কাম্য শিক্ষার্থী ও ফলাফল, ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই ছয়টির মধ্যে প্রাপ্যতাবিষয় শর্তটি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিতে পারে। ইহাতে বলা হইয়াছে এমপিওপ্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের ৫০% শিক্ষার্থীর পরিবর্তে ৭০% শিক্ষার্থীকে পাস করিতে হইবে। এই শর্তটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। হয়তো সরকার শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রাখিয়া এই শর্তটি আরোপ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ করিতে গিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হইবে। পাসের হার বাড়াইবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানান দুর্নীতির জন্ম হইতে পারে। বিশেষত প্রশ্নফাঁসের মতো শিক্ষাধ্বংসী প্রবণতায় নূতন প্রণোদনা হইতে পারে শর্তটি। বেসরকারি কলেজগুলির আয়ের উৎস হিসাবে শিক্ষার্থীদের বেতনের পরিমাণ খুব কম। মূলত এমপিওভুক্তির ফলে সরকার হইতে প্রাপ্তব্য অর্থই শিক্ষকদের বেতন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিলের মূল উৎস। ফলে এরকমও ঘটিতে পারে যে শিক্ষকরাই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া শিক্ষার্থীদের হাতে তুলিয়া দিবেন, যাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠানের অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করিতে পারে।

শিক্ষার মতো বিষয়কে সংখ্যা ও শতকরা হার দিয়া হিসাব করা একটি ভ্রান্ত ধারণা। শিক্ষার ক্ষেত্রে সনদের চাইতে শিক্ষণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চাপপ্রয়োগ করিয়া পাসের হার বাড়াইবার চাইতে সত্যিকার অর্থে শিক্ষার মান বৃদ্ধি প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চলে অর্থের লেনদেন কিংবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। স্কুল-কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগ্য লোকের চাইতে প্রভাবশালীদের দাপট বেশি দেখা যায়। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুস্থ নয়, মাস্তানতন্ত্রের উৎপাতে ব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম। অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও শিক্ষা-উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে এই কয়েকটি স্থানে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে যথাযথ মান-রক্ষা করা হইতেছে কিনা সেইদিকে সরকারের নজরদারি বাড়াইতে হইবে। কৃত্রিম চাপ দিয়া শিক্ষার সত্যিকারের মান উন্নয়ন হইবে না। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ৭০% পাস্যে শর্তটি তাই পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।